স্বাধীন ও মুক্ত সোর্স সফটওয়্যার

চুরির চেয়ে ফ্রি ভালো

দেশে কম্পিউটারের ব্যবহার প্রতিনিয়তই বাড়ছে। একইসঙ্গে বাড়ছে কম্পিউটার সফটওয়্যারের ব্যবহারও। কম্পিউটারে ব্যবহৃত উইন্ডোজ থেকে অফিস এক্সপি পর্যন্ত প্রায় সব ধরনের সফটওয়্যারই ঢাকার বাজারে পাওয়া যায় মাত্র ৪০ থেকে ৬০ টাকায়। দেশের বাজারে এই সফটওয়্যারগুলো এত কম মূল্যে পাওয়া গেলেও এগুলোর প্রকৃত মূল্য কয়েক লাখ টাকা। তাহলে ঢাকায় দাম এত কম কেন? দাম কম এজন্য যে, আমরা আসল না নকল তা না ভেবে চুরি করা সফটওয়্যার ব্যবহার করি। যেগুলোকে বলা হয় পাইরেটেড কপি।

উন্নত বিশ্বে µতারা লাখ টাকা দিয়ে সফটওয়্যার কেনেন। কিন্তু আমরা সস্তায় কেনার জন্য নকল সফটওয়্যারের দিকেই ছুটে যাই। এর মধ্য দিয়ে এটাই বোঝাতে চেষ্টা করি যে, অত বেশি দাম নিয়ে কেনার ক্ষমতা আমাদের নেই। আসলেই কি তাই? মনে তো হয় না। কারণ, দামি সফটওয়্যারগুলোর বিকল্প নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে বিশ্বব্যাপী। বিভিন্ন দেশের কম্পিউটার বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন এই বিকল্পের পেছনে। বিকল্প এই ধারার নাম FOSS। পুরো নাম Free Open Source Software। বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় স্বাধীন ও মুক্ত সোর্স সফটওয়্যার (ফস্)।

ফস্ এর বিস্তারিত: বর্তমানে সারা বিশ্বে ফস্-এর কথা চলছে। আইবিএম, সান কিংবা এইচপি'র মতো বিশ্বের বড় বড় ওইএম (অরিজিন্যাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচার) প্রতিষ্ঠানগুলো ঝুঁকে পড়েছে ফস্'কে সমর্থন দেয়ার জন্য। কিন্তু আমরা কি আদৌ জানি কী এই ফস্ এবং কেন এই ফস্ প্রচেষ্টার পেছনে সারা বিশ্ব আগ্রহী হয়ে উঠেছে? ফস্ প্রচেষ্টার মধ্যে কিছু অসাধারণ বিষয়ের সমন্বয় আছে, যেগুলো বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হবে। এখানে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো:

মুক্ত সংস্কৃতি : ইন্টারনেট মুক্ত এবং এর কোনো অন্ত নেই। বিশ্বে মুক্ত কোনো কিছুরই কোনো সীমা নেই। আর ফস্ বিষয়টির শুরুই যখন স্বাধীন কথাটি দিয়ে, তার অর্থ পরিষ্কার যে, এই স্বাধীনতারও কোনো শেষ নেই।

কপিলেফট : সাধারণত কপিরাইট আইন করা হয় ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য। যেমন, কপিরাইট আইনের আওতায় আপনি কোনোকিছু কিনলে সেটা বিতরণ করতে পারবেন না, পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবেন না। মুক্ত সংস্কৃতির দুনিয়ায় এই কপিলেফট শব্দটি ঠিক এর উল্টো। এটা ব্যবহৃত হয় ব্যবহারকারীকে ক্ষমতা দেয়ার জন্য। এর আভিধানিক অর্থ না থাকলেও ফস্ আপনাকে কপিলেফটের মাধ্যমে একটি পণ্য ব্যবহারের অনুমতি তো দিচ্ছেই, সেই সঙ্গে এটি বিতরণ, পরিবর্তন, পরিমার্জনের ক্ষমতাও দিচ্ছে।

মুক্ত সফটওয়্যার : অনেকেই মুক্ত বা ফ্রি সফটওয়্যার বলতে বুঝতে চান যে, সেটা শুধুই ব্যবহার করার জন্য মুক্ত এবং তা পেতে কোনো পয়সা খরচ করতে হবে না। পশ্চিমের দেশগুলোতে একটি কথা প্রচলিত আছে, 'Free as in free beer', যার মানে কিছুটা এরকম যে, আপনি একটি কিনলে আরেকটি ফ্রি পাবেন। আসল বিষয় সেটা নয়। মুক্ত বা ফ্রি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে এর ব্যবহার, কপি করা, অধ্যয়ন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও পুনঃবিতরণের স্বাধীনতাকে।

উন্মুক্ত সোর্স: এই শব্দটির প্রকাশভঙ্গি কিছুটা মুক্ত সফটওয়্যারের মতো। প্রতিটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয় কিছু কোড দিয়ে। আমরা যখন সামনে সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করি, পেছনে সেই কোডগুলো মূল কাজ করে দেয়। তবে নকল বা চুরি হতে পারে এবং সে জন্য ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে ভেবে সাধারণত এই সোর্স বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু উন্মুক্ত সোর্সের চিন্তাধারা একটু অন্যরকম। এটা ব্যবহারকারীদেরকে দেয়াই হয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার জন্য। এর ফলে একটি প্রোগ্রামের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাগুলো উন্নত করা সম্ভব, সম্ভব সফটওয়্যারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার।

এই ভিত্তিগুলোকে লক্ষ করে সফটওয়্যার উন্নয়ন ও ব্যবহারের যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, তার কারণে ফস্ শব্দটি দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। গ্রাহক/ব্যবহারকারীদের চাহিদা বা নিজেদের উদ্যোগে এর পরিবর্তন/পরিমার্জনের কারণে শক্তিশালী হয়ে উঠে ফস্-এর প্রচেষ্টা।

উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য ফস্

আপনার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব সফটওয়্যারই পাওয়া যাবে ফস্-এর দুনিয়ায়। ডেক্সটপ অপারেটিং থেকে সার্ভার অপারেটিং

পর্যন্ত, ডকুমেন্ট কম্পোজ থেকে হিসাব-নিকাশ পর্যন্ত, থ্রি-ডি এ্যানিমেশন ডিজাইন থেকে ভিডিও এডিটিং পর্যন্ত প্রতিটি কাজের জন্য রয়েছে ফস্‌ আওতাভুক্ত সফটওয়্যার।

আরো একটি সুবিধা হলো মূল্য। সরকারি উদ্যোগে যদি দেশের প্রতিটি সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারায়ন করা হয়, তাহলে অপারেটিং সিস্টেম এবং অফিস স্যুটএর লাইসেন্স কিনতে প্রচুর অর্থলগ্নি করতে হবে। উন্নয়নশীল দেশে যদি সফটওয়্যার কেনার পেছনে টাকা নষ্ট (!) করা হয়, তাহলে সেটা সত্যই বেদনা দায়ক। তাই আমাদের সবারই প্রচেষ্টা থাকা উচিৎ ফস্‌ ব্যবহারের।

চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম এমনকি শ্রীলঙ্কাতেও ব্যাপকভাবে ফস্‌-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে ফস্‌-এর ব্যাপক প্রসার ঘটে চলেছে বিশ্বজুড়ে।

বাংলাদেশ ও ফস্‌

ধরে নেয়া যাক, আগামীকাল থেকে আমাদের দেশের গ্রাম পর্যায়ে প্রাইমারী স্কুলগুলোতে বাচ্চাদের কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রথমে যে সমস্যাটি হবে সেটা হচ্ছে ভাষাগত। স্কুলের বাচ্চাদের (ইংরেজি মাধ্যমের না) লেখাপড়ার মাধ্যম যেহেতু ইংরেজি না, তাই তারা প্রথমেই বুঝতে পারবে না যে কী করলে কী হবে। তাই দরকার মাতৃভাষার ইন্টারফেস বা সফটওয়্যারের চেহারা। এই ক্ষেত্রে আমাদের সরকার উদ্যোগী হয়ে ফস্‌গুলো নির্বাচন করে সেগুলোর ইংরেজি চেহারা পরিবর্তন বা অনুবাদ করে খুব সহজেই বাংলা করে উত্থাপন করতে পারে এবং কচি ব্যবহারকারীরা অনায়াসে বুঝতে পারবে কী করলে কী হবে। এই অনুবাদের কাজটিকে বলা হয় লোকালাইজেশন।

আমাদের দেশের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘অঙ্কুর’ সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন ফস্‌-এর অনুবাদ বাংলায় করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বিখ্যাত অফিস স্যুট ওপেন অফিস, জনপ্রিয় ইন্টারনেট ব্রাউজার মোজিলা ফায়ারফক্স. এছাড়াও লিনাক্সের প্রচলিত ডেস্কটপ, ম্যানড্রেক/ম্যানড্রিভা লিনাক্স ও তার এ্যাপ্লিকেশনগুলোর বাংলা অনুবাদ, সুসি লিনাক্স ও তার এ্যাপ্লিকেশনগুলোর বাংলা অনুবাদ, রেডহ্যাট/ফেডোরা লিনাক্স ও তার এ্যাপ্লিকেশনগুলোর বাংলা অনুবাদ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। অঙ্কুরের সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশ ও ভারতের স্বেচ্ছাসেবীরা এই কাজ করে যাচ্ছেন।

ফস্‌-এও মিলবে এমন সুন্দর ইন্টারফেস

এসব সফটওয়্যার প্রথমত সম্পূর্ণ বাংলায় ও দ্বিতীয়ত একরকম ফ্রি। তাই স্বল্পশিক্ষিত কিংবা ইংরেজি বিমুখরা চাইলেই সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করে কম্পিউটারে কাজ করতে পারবেন।

বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় ফস্‌ এর কিছু নমুনা

মজিলা ফায়ারফক্স – মাইক্রোসফট ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে সিকিউরিটিজনিত বিভিন্ন সমস্যা যখন দেখা যায়, তখন ব্যবহারকারীরা নিশ্চিন্তে ফায়ারফক্স ব্যবহার করে। এটি সম্ভব হয়েছে ফস্‌ এর জন্য। ব্যবহারকারীরা যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তখন হয় তারা নিজে সেটা ঠিক করেছেন বা মজলা ডেভলপারদের জানিয়েছেন এবং সেই সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। বিশ্বের ৭৫ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এখন ফায়ারফক্স ব্যবহার করেন ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য। বাংলা ভাষায় ফায়ারফক্স পাওয়া যায়:

http://firefox.ekushey.org

ওপেন অফিস– জাভা’র নির্মাতা সান মাইক্রোসিস্টেম প্রথমে সান অফিস নামে ছাড়লেও পরে ফস্‌ এর নিতিমালার অধীনে ওপেন অফিস নামে বের করে এবং কিছুদিনের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বাংলা ভাষার ওপেন অফিস পাওয়া যাবে http://bn.openoffice.org সাইট থেকে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় এরকম হাজারো সফটওয়্যার পাওয়া যাবে ফস্‌-এর আওতাভুক্ত। আমরা ইচ্ছা করলেই এগুলোর ব্যবহার শুরু করতে পারি আমাদের দৈনন্দিন কম্পিউটিংয়ে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির মতো বাংলাদেশ সরকার যদি ফস্‌ নিয়ে একটু সোচ্চার হয় তাহলে ‘অঙ্কুর’সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ফস্‌’কে বাংলাদেশের প্রতিটি কম্পিউটারে নিয়ে যেতে পারতো এবং দেশের তথ্য প্রযুক্তি তাতে করে অনেক দিক দিয়েই উপকৃত হতো।

– অমি আজাদ

ইউএন ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের সদস্য হলেন আবদুল্লাহ এইচ কাফি

ইউএন সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান সম্প্রতি ‘ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম’ শীর্ষক একটি উপদেষ্টা গ্রুপ তৈরি করেছেন। বাংলাদেশ থেকে এই গ্রুপের সদস্য হয়েছেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির সাবেক সভাপতি আবদুল্লাহ এইচ কাফি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ৪৬ জন সদস্যকে এই গ্রুপের সদস্য করা হয়েছে। এই গ্রপের মধ্যে সরকারি, বেসরকারি মহল, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি রয়েছেন। ইউএন প্রেসনোট থেকে জানা যায় এসব তথ্য।

আবদুল্লাহ এইচ কাফি *একাত্তর*কে বলেন, গত বছর ডাব্লিউএসআইএসের তিউনিসের মিটিংয়ে ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই ফোরামের সদস্যরা ইন্টারনেট সংক্রান্ত বিষয়ে কফি আনানকে পরামর্শ দেবে।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের জন্য ইন্টারনেট গভর্নেন্স বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি চালু করতে হলে দেশের সব মহলের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে আরো বেশি সচেতন হতে হবে।

আগামী ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সভায় ফোরামের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে।

–একাত্তর প্রতিবেদক